চোলদের নৌ-সাম্রাজ্য

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে চোল বংশের রাজত্বকাল নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মৌর্যসম্রাট অশোকের লেখতে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলরূপে চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও সত্যপুত্রদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যেও চোলদের উল্লেখ আছে। চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে চোলরা দক্ষিণভারতের পল্লব, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ সামন্ত রাজারূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে চোলরাজারা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন এবং পরবর্তীকালে প্রায় সমগ্র দক্ষিণভারতে চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চোলরা স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিরূপে পরিচিতি লাভ করে। ক্রমে উত্তরের কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চোল রাজা ও সাম্রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের নৌ-সাম্রাজ্য। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

কেননা ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, সুমাত্রা, জাভা (যবদ্বীপ) এবং ইন্দোচিন এলাকায় চোলরাজারা তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

আনুমানিক ৮৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ছিল চোল শাসনের গৌরবের যুগ। প্রকৃতপক্ষে চোলরাজ রাজরাজের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমেই এই বংশের গৌরবময় শাসনের সূত্রপাত হয় যা প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর যাবদ স্থায়ী ছিল। তিনি *মুম্মড়িচোলদেব* উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর *কান্দালুর-শোলক্কমরুত্ত* উপাধি থেকে মনে হয় যে তিনি কেরলে অভিযান করেছিলেন।

রাজরাজের রাজত্বের ২৯তম বর্ষে প্রদত্ত তাঞ্জোর লেখতে তাঁর দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি পশ্চিমী গঙ্গদের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত গঙ্গবাড়ি, তড়িগৈ বাড়ি ও নোলম্ব বাড়ি অঞ্চল জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে সফল নৌ-অভিযান প্রেরণ

করেছিলেন। তাঁর লেখমালা থেকে জানা যায় যে রাজরাজ সিংহল আক্রমণ করলে, সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। রাজরাজ সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস করে পোলন্নরুবতে চোল অধিকৃত অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর আমলের বহুসংখ্যক লেখ সিংহলে পাওয়া গেছে। তিনি নতুন রাজধানীতে একটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন।

রাজরাজের শেষ উল্লেখযোগ্য নৌ-অভিযান ছিল ১২০০০ দ্বীপ বা মালদীব বিজয়। মনে হয় পরবর্তীকালে রাজেন্দ্র চোলের শক্তিশালী নৌবহরের ভিত্তিনির্মাণ তিনিই করেছিলেন। ১০১৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই তিনি পুত্র রাজেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন, এসময়ের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পিতার রাজত্বকালেই আনুমানিক ১০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই রাজরাজ চোলসাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন চোলবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর দিগ্বিজয় ও অন্যান্য কীর্তিকাহিনী জানা যায় তিরুবালঙ্গাড়ু লেখ, তিরুমালৈ লেখ, করণদাই লেখ প্রভৃতি থেকে। চোল নৌবহরের আগ্রাসী নীতি রাজেন্দ্রের আমলে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সম্রাট রূপে রাজেন্দ্রের প্রথম সাফল্য হলো সিংহল অভিযান ও বিজয়। তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষের কয়েকটি লেখতে এই অভিযানের উল্লেখ আছে। সিংহলী ইতিবৃত্ত *মহাবংস*-এ এই অভিযানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে রাজরাজ যে অভিযানের সূত্রপাত করেন, রাজেন্দ্র তা সম্পূর্ণ করেন।

রাজেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র বন্দী ও বিতাড়িত হন। তিনি বিতাড়িত হয়েও দীর্ঘ ১২ বছর জীবিত থাকেন। রাজেন্দ্রের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কা সম্পূর্ণভাবে চোলদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালৈ লেখ থেকে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র শক্করকোট্টম্ (বস্তারের নিকটবর্তী চিত্রকূট অঞ্চল), মাদুরমণ্ডলম্, নুমান্নিক্কোনম, পঞ্চপল্লী (পূর্ব মধ্যপ্রদেশ), মসুন দেশ (বেঙ্গি সংলগ্ন অঞ্চল), ওড্ড-বিষয় (উড়িষ্যা), কোসলৈ নাড়ু (দক্ষিণ-কোসল), তণ্ডবুত্তি (দণ্ডভুক্তি, মেদিনীপুর জেলার দাঁতন), তক্কন লাড়ম্ (দক্ষিণ রাঢ়), উত্তির লাড়ম্ (উত্তর রাঢ়) এবং বঙ্গালদেশ (পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেছিলেন। ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র কাদারাম অভিযান করেন। এই অভিযানের ফলে তিনি শ্রী বিজয় (সুমাত্রার পালেমবাঙ্গ অঞ্চল), পন্নই (সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পনি), মলইয়ুর (সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল), মেরুদিঙ্গম্ (মালয় দ্বীপ অঞ্চল), ইলঙ্গাশোক (মালয় উপদ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চল), মপপ্পলম্ (সম্ভবত ক্রা খাড়ি), মোবিলিম্বঙ্গম্ ও বলৈপ্পুগুরু (সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় না), তলইতোক্কলম্ (নিম্ন মায়ানমারে তকুত্তপ অঞ্চল), মদমলিঙ্গম্ (সিয়াম উপসাগরের তাম্রলিঙ্গ অঞ্চল), ইলামুরিদেশম্ (উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত

লামরি), মনক্কবরম্ (নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ) এবং কাদারাম বা কড়ারম্ (মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত কেডা অঞ্চল) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন।

এইভাবে দেখা যায় যে রাজেন্দ্র চোলের আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর হয়। শ্রীবিজয়রাজ (সুমাত্রার পালেমবাঙ্গ) সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গবর্মন নাগাপট্টনমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। রণবীর চক্রবর্তী মনে করেছেন যে নিয়মিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছাড়া এধরনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলা অসম্ভব। অন্তত দু'টি লেখতে শ্রীবিজয়রাজের প্রতিনিধির নাগপট্টনমে উপস্থিতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাঁদের একজন একটি মন্দিরে চীনের সোনা (চীনক্কনকম্) দান করেছিলেন।

রাজেন্দ্রচোলের পুট্টুর তাম্রশাসনে (১০২০ খ্রিঃ) কম্বোজরাজ প্রেরিত উপহারের উল্লেখ আছে। এছাড়াও চিদাম্বরমে প্রাপ্ত অপর একটি লেখতে রাজেন্দ্র চোলকে পাঠানো কম্বোজ রাজের অন্য উপহারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কে. আর. হল-মনে করেছেন যে, অর্থনৈতিক সহযোগিতার কারণেই চোল ও কম্বোজরাজের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি ছিল।

পরবর্তী চোলরাজারাও সমুদ্র-বাণিজ্যের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ১০৯৮ ও ১১০২ খ্রিস্টাব্দের দু'টি লেখতে 'সুঙ্গ' বা শুল্ক পরিহারের কথা বলা হয়েছে, যা বিদেশি বণিকদের যে বাণিজ্য ব্যাপারে উৎসাহী করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর রাজত্বকালে নাগপট্টনম্ ছাড়াও আর একটি বন্দর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তা হলো বিশাখাপত্তনম্। ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে রচিত কুলোত্তুঙ্গের একটি লেখতে এই বন্দরটি *কুলোত্তুঙ্গচোলপট্টনম্* রূপে অভিহিত হয়েছে।

তবে একমাত্র শ্রীলঙ্কা ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলকে চোলরা রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। ফলে নিছক সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই যে চোলরা নৌ-অভিযান করেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। যদিও ডি. এন. ঝা., নোবুরু কারাশিমা, আর. চম্পকলক্ষ্মী, বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই নৌ-অভিযানের পশ্চাতে চোলসাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসের কথা বলেছেন।[১৮] জর্জ স্পেন্সার মনে করেন যে চোলরা সম্পদ লুণ্ঠনের জন্যই এই নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।[১৯] কিন্তু রাজরাজ থেকে কুলোত্তুঙ্গ পর্যন্ত চোলরাজারা দীর্ঘ ১৩৫ বছর ধরে এই আকাঙ্ক্ষায় নৌবহর সক্রিয় রেখে ছিলেন তা মেনে নেওয়াও কঠিন। তাছাড়া চোলদের সমুদ্র-বাণিজ্যে চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুতরাং বলা যায় যে বাণিজ্যিক বা আর্থিক প্রয়োজনেই (কে. আর. হল, মীরা আব্রাহাম, আর. চম্পকলক্ষ্মী) চোলরা আগ্রাসী নৌ-অভিযান করেছিলেন। ফলে বঙ্গোপসাগর এলাকা চোলহ্রদে পরিণত হয়েছিল।

চোল রাজাদের নৌবহর ও নৌসাম্রাজ্য ভারত ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

যার প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের বুকে চোলদের নৌ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এই সাম্রাজ্যকে এক রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা দিয়েছিল। তাছাড়া চোলদের নৌসাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য নেহাৎ কম নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আরবদের প্রভাব মুক্তির পরই ভারত মহাসাগরের তামিল বণিকদের কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হয়। তাই আমরা উপসংহারে ইতিহাসবিদ কে. এম. পানিক্করের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি যে, চোল আমলে দক্ষিণ ভারতীয় সমুদ্র উপকূল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্তত শতাধিক বছর ধরে নৌযুদ্ধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে চোলরা যে নজির স্থাপন করেছিলেন তা উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বিরল। (*During the period of Chole greatness, South India looked across the sea for its political activities. A hundred years of overseas expansion and naval warfare by the Cholas, are striking features of South Indian history which has no parallel even in the imperial traditions of North India.*)